প্রথম আলো

তারিখ ... 19 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

র‍্যাব-পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ছাত্রলীগের নিহত ২

এটা মানা যায় না : ছাত্রলীগ
অ্যাকশন শুরু : ও. কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাত্র ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে রাজধানী ও মাগুরায় ছাত্রলীগের বর্তমান এবং সাবেক দুই নেতা পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। দুজনেরই স্বজনেরা বলেছেন, তাঁদের ধরে নিয়ে হত্যা করে 'বন্দুকযুদ্ধে'র নাটক সাজানো হয়েছে।

এরপর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা বলছেন, তাঁরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড মেনে নেবেন না। তবে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে।

রাজধানীর হাজারীবাগে গতকাল মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে র‍্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যান হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সভাপতি আরজু মিয়া (২৮)। রাজা মিয়া (১৬) নামে এক কিশোরকে চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যার প্রধান আসামি ছিলেন আরজু মিয়া। আরজুর মাথার ডানে-বাঁয়ে তিনটি ও বুকের বাঁ থেকে ডান পর্যন্ত সারি ধরে আরও তিনটি গুলির ছিদ্র পাওয়া গেছে। স্বজনদের দাবি, সন্ধ্যায় তাঁকে ধরে নিয়ে ভোরে হত্যা করেছে র‍্যাব।

আর মাগুরায় ছাত্রলীগের গোলাগুলিতে মায়ের জঠরে শিশু গুলিবিদ্ধ ও একজন বৃদ্ধ নিহত হওয়ার

আরজু মিয়া

মেহেদী হাসান (আজিবর)

মামলার তিন নম্বর আসামি মেহেদী হাসান ওরফে আজিবর শেখ (৩৪) সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাগুরার পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন। আজিবর মাগুরা পৌর ছাত্রলীগের আগের কমিটির নেতা ছিলেন, এরপরে আর কোনো পদ পাননি। নিহতের স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সোমবার বিকেলে আজিবরকে শালিখা থানা এলাকা থেকে ধরে এনে সদর থানা এলাকায় হত্যা করা হয়েছে।

কিছুদিন ধরে সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় একাধিক খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছে। বাড্ডায় ঝুট ব্যবসা নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে আওয়ামী লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের তিন নেতা হত্যা, জাতীয় শোক দিবসের দিন কুষ্টিয়ায় এক যুবলীগ নেতা হত্যা, চাঁদপুরের কচুয়ায় চাঁদার দাবিতে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রীদের ওপর যুবলীগের হামলা, হাজারীবাগে ছাত্রলীগ নেতার এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। এর আগে মাগুরায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মায়ের পেটে শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে।

দলীয় নেতা-কর্মীদের এ ধরনের অপরাধ প্রবণতায় ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছে দলের শীর্ষ পর্যায়। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে এক অনির্ধারিত আলোচনায়ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপরাধী দলের হলেও ন্যূনতম কোনো সহানুভূতি দেখানো হবে না বলে জানিয়ে দেন। এরপরেই দুটি বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটল। এর আগে এই সরকারের আমলে অনেকগুলো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটলেও দলের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু নিজ দলের দুই নেতা-কর্মী নিহত হওয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ও. কাদের

একজন ঠিকাদার ছিল। আওয়ামী লীগের রাজনীতি করত। কেউ বলতে পারবে না সে চাঁদাবাজি বা সন্ত্রাসী কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার নামে আগে কোনো মামলাও নেই। ওই ঘটনার এক নম্বর আসামি সেন সুমন গ্রেপ্তার হইছে। আমার ভাই তো তিন নম্বর আসামি ছিল।'

আজিবরের বাবা আবদুল মালেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা। আজিবরের বৃদ্ধ মা রূপবান বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার স্বামী দেশ স্বাধীন করে কী করল? ওই রাজনীতি করতি যাইয়েই তো আমার ছেলেডার জীবন গেল।'

আজিবরের স্ত্রী হুসনে আরা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাজনীতি আমাদের সব শেষ করে দেছে। আমি এখন নাবালক বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাব।' চার বছর ও আড়াই বছর বয়সী দুটি ছেলে রয়েছে এই দম্পতির।

তবে মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ কুমার কুণ্ডু *প্রথম আলোকে* বলেন, সন্ত্রাসী কোনো দলের না। ওই ঘটনায় জড়িত কোনো সন্ত্রাসীর দায়ভার আওয়ামী লীগ নেবে না।

গত ২৩ জুলাই মাগুরা শহরের দোয়ারপাড় কারিগরপাড়ায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের গোলাগুলির সময় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা নাজমা খাতুন (৩৫) তলপেটে গুলিবিদ্ধ হন। মাগুরা সদর হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ওই গৃহবধূ গুলিবিদ্ধ কন্যাশিশুর জন্ম দেন। গুলি পেটের শিশুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। মা ও শিশু এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনায় নাজমার চাচাশ্বশুর মমিন ভুঁইয়া (৬৫) মারা যান। নিহত মমিন ভুঁইয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাকি ইমামের চাচা।

আজিবর শেখের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহতের ঘটনায় সুরাইয়ার বাবা বাচ্চু ভুঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন আর কেউ এমন ঘটনা ঘটাতে সাহস পাবে না।'